ফিল্মে আমি কিছু পলিটিক্সের শিকার

ক্লাসিক্যাল ছবিতে অভিনয়ের কারণে চম্পা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিত, প্রশংসিত। সম্প্রতি গৌতম ঘোষের 'আবার অরণ্যে' ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চম্পা দেশের বাইরে যাচ্ছেন। অথচ ঢালিউডে তার হাতে ছবির সংখ্যা প্রায় শূন্য। চম্পা অভিযোগ করেছেন ফিল্মি পলিটিক্সের... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জব্বার হোসেন

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনাকে আগের মতো আর ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে ফিল্মে অনিয়মিত হয়ে পড়লেন কেন?

চম্পা : একটা সময় প্রচুর কাজ করেছি। নিজেকে, নিজের ফ্যামেলিকে একটুও সময় দেইনি। এটা মনে হলে এখন খুব খারাপ লাগে। আমার মনে হয় নিজেকে এখন সময় দেয়া উচিত। তাই ছবির সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি। তবে ভালো ছবির প্রতি বরাবরই আমি ডিভোটেড। সেক্ষেত্রে আমি নিয়মিতই কাজ করছি। ক'দিন আগেই তো শেষ করলাম সাইদুল আনাম টুটুলের ছবি 'আধিয়ার'-এর কাজ।

২০০০ : কমার্শিয়াল ছবি থেকে ধ্রুপদী বা আর্ট ফিল্মের দিকে সরে এসেছেন কেন?

চম্পা : আর্ট ফিল্মের জন্যই আজ আমি দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিত। আমার শিল্পী জীবনের সব প্রাপ্তি, খ্যাতি, সম্মান এনে দিয়েছে ধ্রুপদী ছবিগুলো। তাছাড়া বাণিজ্যিক ছবির চেয়ে এখানে চরিত্রগুলোকে নিয়ে কাজ করার সুযোগ বেশি। একটা ক্যারেক্টার নিয়ে এক্সপেরিমেন্টাল এনজয়মেন্টটা বেশি। তাছাড়া এটা তো খুব স্বাভাবিক যে, কাজের স্বীকৃতির একটা বিষয়ও ব্যক্তির মধ্যে কাজ করে।

২০০০ : তাহলে আপনি কি আর বাণিজ্যিক ছবিতে কাজ করছেন না?

চম্পা : এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার। বেছে ছবি করা বা ভালো ছবিতে কাজ করা মানেই কিন্তু বাণিজ্যিক ছবিতে কাজ না করা নয়। ইন্ডাস্ট্রির একটা স্বার্থান্বেষী মহল আমার সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে যে, আমি আর আর্ট ফিল্ম ছাড়া ছবি করবো না। আসলে ফিল্মে আমি কিছু পলিটিক্সের শিকার। আমি কখনই বলিনি যে, আমি কেবল আর্ট ফিল্মেই অভিনয় করবো। সুস্থ ধারার বাণিজ্যিক ছবি হলে সেখানে তো আমার কাজ করতে আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে বাণিজ্যের নামে কোনো ধরনের অশ্লীলতাকে প্রমোট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

২০০০ : আপনি ফিল্মি পলিটিক্সের কথা বলেছেন, কিন্তু কাদের দ্বারা এ বিষয়গুলো বা কেন আপনাকে নিয়ে এ ধরনের পলিটিক্স হয়েছে তা কিন্তু বলেননি?

চিত্র নায়িকা চম্পা

ইন্ডাস্ট্রির একটা স্বার্থান্বেষী মহল আমার সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে যে, আমি আর আর্ট ফিল্ম ছাড়া ছবি করবো না। সুস্থ ধারার বাণিজ্যিক ছবি হলে সেখানে তো আমার কাজ করতে আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে বাণিজ্যের নামে কোনো ধরনের অশ্লীলতাকে প্রমোট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়

চম্পা : স্পষ্টবাদিতার কারণে আমি ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছি। আমি সেভাবে কারো নাম উল্লেখ করতে চাই না। কিছু আর্টিস্ট, ডিরেক্টর যাদের এক সময় আমি প্রচুর সাহায্য করেছি। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে তারাই আজ আমার ক্ষতি করতে চাচ্ছে । এটা হতে পারে আমার প্রতি জেলাস হয়ে বা আমাকে দিয়ে সব ধরনের ছবি করানো যাবে না এই ভেবে তারা আমাকে আউট করে দিতে চেয়েছে। আমি খুব বিচলিত হতাম যদি দেখতাম এখানে প্রচুর ভালো ভালো ছবি হচ্ছে, আমি সেগুলো মিস করছি, তা কিন্তু নয়। ভালো ছবিগুলো আমি ঠিকই পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে আমার কোনো আফসোস নেই।

২০০০ : আপনি পরিচ্ছন্ন ছবির কথা বলছেন, ভালো ছবিতে আপনার একটা অবস্থানও তৈরি হয়ে গেছে, অথচ তারপরও আপনি 'খাইছি তোরে' বা 'ভয়ঙ্কর বিষু' জাতীয় ছবিতে অভিনয় করেছেন, সেটা কেন?

চম্পা : আসলে এটা সত্য যে, কিছু ছবিতে মিস গাইডেড হয়েছি। ছবি তৈরির আগে বিষয়টি বুঝতে পারিনি হয়তো একভাবে বলা হয়েছে পরে সেটা অন্যরকম হয়ে গেছে। তবে মাসুদ পারভেজ সাহেব খুব চমৎকার লোক। ওনার বাণিজ্যিক বা কমার্শিয়াল ছবিতেও তিনি তার মেধার পরিচয় রাখেন। রুবেলের ক্ষেত্রেও তাই।

২০০০ : বলা হচ্ছে, চলচ্চিত্রে নতুনদের আগমনে আপনি বা আপনার সমসাময়িক অনেকেরই ব্যস্ততা কমে গেছে।

চম্পা : এটা ভুল ধারণা। আমার ধারাটা তো অনেক আগেই অন্যরকম হয়ে গেছে। আমার ট্র্যাক তো আলাদা। আমার তো আর নতুনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাবার কোনো বিষয় নেই।

২০০০ : এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। ইদানীং টিভি নাটকে আপনাকে দেখা যাচ্ছে প্রায়ই। হঠাৎ নাটকের প্রতি ঝুঁকলেন কেন?

চম্পা : আসলে হঠাৎ নয়। আমার কেরিয়ার কিন্তু নাটক দিয়েই শুরু। ফলে নাটকের প্রতি একটা সফ্‌ট কর্নার আগে থেকেই ছিলো। এখানে নোঙর, ডুব সাঁতার, শাহজাদীর কালো নেকাব– আমার মনে হয় আশির দশকের এই নাটকগুলো হয়তো এখনো দর্শক মনে রেখেছে। শুরুর দিকটাতে তো শুধু টিভি মিডিয়ারই কাজ করতাম।

২০০০ : তাহলে টিভি নাটকে কি নিয়মিত হচ্ছেন?

চম্পা : ভালো স্ক্রিপ্ট হলে অবশ্যই করবো। তবে নাটকের ক্ষেত্রেও বেছে কাজ করতে চাই।

২০০০ : বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনচিত্রে দেখা যাচ্ছে আপনাকে। মডেলিং কি আবার শুরু করেছেন?

চম্পা : এক সময় অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ঈদ ফ্যাশনের মডেল হয়েছিলাম। মডেলিং সব সময়ই এনজয় করি। কিউট, লাক্স, বউরানী অনেক বিজ্ঞাপনচিত্রেই মডেলিং করেছি। কিছুদিন আগে বিক্রমপুর ডেইরি মিল্ক আর এসিল ব্রান্ড ঘি'র দুটো অ্যাড অনএয়ার হয়েছে। এর মধ্যে আরো একটি টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করেছি। মডেলিংটা আবার নিয়মিতভাবেই শুরু করতে চাই।

২০০০ : ফিল্মের প্রসঙ্গে আসি। অনেক নির্মাতাই অভিযোগ করেছেন, আপনার বাইরের ছবির প্রতি আগ্রহ বেশি, কিন্তু দেশী ছবির প্রতি আপনি উদাসীন?

চম্পা : এখানে একটু ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমি 'পদ্মা নদীর মাঝি'র পর থেকে বরাবরই ভালো ছবির প্রতি আগ্রহী। এখানে বা বাইরে সেটা কোনো বিষয় নয়। আমি ঢাকায় অনুদানের ছবি 'উত্তরের খেপ' করেছি, 'আধিয়ার' করেছি। কলকাতার প্রচুর ছবির অফার আসে, আমি কিন্তু সেক্ষেত্রেও সব ছবি করছি না। বেছেই কাজ করছি। তাছাড়া আরেকটি বিষয়, আমি যখন বাইরের ছবিতে কাজ করি তখন আমি কিন্তু আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। সন্দীপ রায়ের 'টার্গেট' বা বুদ্ধদেব দাসগুপ্তের 'লাল দরজা' যখন আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয় তখন চম্পা এবং বাংলাদেশ দুটো নামই একসঙ্গে আসে। এটা আমার মনে হয় অনেক বেশি গর্বের, আনন্দের। অভিযোগের বিষয়টি কেন আসে আমি বুঝি না। তাছাড়া আমার তো কাউকে শিডিউল সমস্যায় ফেলার রেকর্ডও নেই।

২০০০ : আধিয়ারের পর ঢাকায় নতুন কোনো ছবি কি করছেন?

চম্পা : হুমায়ূন আহমেদের 'চন্দ্রকথা'য় কাজ করছি। দুটি প্রধান নারী চরিত্রের মধ্যে একটি আমি, অন্যটি শাওন করছে। তবে হুমায়ূন আহমেদের নাটক ও ছবিতে আমি আগেও কাজ করেছি। ওনার মধ্যে ভালো কাজ বের করে নেয়ার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে।

সন্দীপ রায়ের 'টার্গেট' বা বুদ্ধদেব দাসগুপ্তের 'লাল দরজা' যখন আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয় তখন চম্পা এবং বাংলাদেশ দুটো নামই একসঙ্গে আসে। এটা আমার মনে হয় অনেক বেশি গর্বের, আনন্দের। অভিযোগের বিষয়টি কেন আসে আমি বুঝি না

২০০০ : আপনি গৌতম ঘোষের 'আবার অরণ্যে' ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। 'আবার অরণ্যে' সম্পর্কে বলুন।

চম্পা : পদ্মা নদীর মাঝি'র পর এটি হবে আমার গৌতম গোষের দ্বিতীয় ছবি। এখানে তিনটি নারী চরিত্র রয়েছে। তিনটি চরিত্রই গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটি চরিত্র করছি, বাকি দুটিতে রয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর ও টাবু। পুরুষ চরিত্রে থাকবেন সৌমিত্র ও শুভেন্দ্র। শুটিং হবে ডুয়ারসে জলপাইগুড়ির দিকে।

২০০০ : ছবির স্টোরির লাইন বা স্ক্রিপ্ট?

চম্পা : ছবির কাহিনী নেয়া হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাস থেকে। স্ক্রিপ্ট এখনো হাতে পাইনি। সেখানে গিয়ে স্ক্রিপ্ট পাব। তবে আমি কনফিডেন্ট, কারণ গৌতম ঘোষের কোয়ালিটি শুধু আমার কেন, সবারই জানা আছে।

২০০০ : পরিচালনায় আসার কোনো পরিকল্পনা কি আছে?

চম্পা : আপাতত এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা বা সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আমার মনে হয় পরিচালনার বিষয়টি ব্যাপক ও বিশাল। এ ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

২০০০ : একজন শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি কিন্তু এসেই যায়। সে ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কতখানি?

চম্পা : পদ্মা নদীর মাঝি'র পর থেকে আমি ভালো ছবির প্রতি কমিটেড। এই কমিটমেন্ট আমার শিল্পী সত্তা থেকেই। আমি এইডস-এর ওপর নির্মিত ছবি 'আজানা ঘাতক'এ কাজ করেছি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে নারীদের পুষ্টি, এসিড সন্ত্রাস, ক্যান্সারের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছি। অভিনয় করেছি। এই কাজগুলো করার সময় আমার মধ্যে এক ধরনের প্রণোদনা কাজ করেছে। পারিশ্রমিকের কোনো বিষয় নয়, আমি আমার শিল্পীর দায়বদ্ধতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই করেছি এবং আমি এই লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যেতে চাই।

লেখা আহ্বান

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা ২০০২ উপলক্ষে হিন্দু কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শারদীয় সংকলন **'আগমনী'** ৬ষ্ঠ সংখ্যা বের হবে। সম্পূর্ণ অফসেট কাগজে মুদ্রিত এই সংকলনের জন্য দেশ-বিদেশের যে কেউ গল্প, কবিতা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি বিষয়ের ওপর লেখা পাঠাতে পারেন। আগ্রহী লেখকদের অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় লেখা পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছি।- সম্পাদক, **'আগমনী'**, পিপল্‌স ড্রাগ, দোকান নং-১০৮, ৭৩, এয়ারপোর্ট রোড, লায়ন শপিং কমপ্লেক্স, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।

বিয়ে নিয়ে বিতর্ক

সত্য কখনো অস্বীকার করা যায় না। মিথ্যে দিয়ে তাকে ঢেকে রাখতে গেলে আরো দশটি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সেই আশ্রয়ের বাসিন্দা এখন রিচি সোলায়মান। তিনি মিডিয়ায় একের পর এক মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করতে চাচ্ছেন তার জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা। সবশেষ যে ঘটনার কথা তিনি অস্বীকার করেছেন। তা সুদূর আমেরিকায় বসে মেহেদী মাসুদ ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছেন সেই ঘটনা। অর্থাৎ তাদের এনগেজমেন্ট আর বিয়ের কথা। জুন মাসে রিচি আমেরিকা গিয়েছিলেন তার প্রেমিক মেহেদী মাসুদের সঙ্গে দেখা করতে। দেশে ফেরার আগে রিচি ও মেহেদী নিজস্ব উদ্যোগে এনগেজমেন্টের কাজ সম্পন্ন করে এবং ব্যাপারটা যেনো কেউ জানতে না পারে মেহেদীর কাছে সেই পণ করে আসেন রিচি। ততোদিনে মেহেদীর এক ভাইয়ের মাধ্যমে খবরটি ছড়িয়ে যায় ইন্টারনেটে। অবশ্য সেখানে এনগেজমেন্টের কোনো কথা না থাকলেও রিচি এবং মেহেদী বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই তথ্য পাওয়া যায়। এদিকে মেহেদীর কাছে পণ করে আসা রিচি ঢাকায় ফিরেই তার এনগেজমেন্টের ডায়মন্ডের আংটি দেখিয়ে বেড়ায় তার সহশিল্পীদের। রিচি আংটিটি প্রথম দেখান বিজরী বরকত উল্লাহকে। সেদিন তারা একটি বুটিক শপের ফটোসেশনে অংশ নিচ্ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে রিচি এটাও বলেন, 'আমার আংটিটি একটু ছোট। রিচির এনগেজমেন্টের খবরটি আস্তে আস্তে ছড়াতে শুরু করে। অভিনেত্রী হৃদি হকের জন্মদিনে পাওয়া যায় রিচিকে। সেখানে আগত অতিথিরা রিচিকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানায়।

রিচি মেহেদীর কাছে করা প্রতিজ্ঞার কথা দু'একজনের কাছে স্বীকার করতে থাকেন। তার এনগেজমেন্টের খবরটি এরি মধ্যে পত্রিকায় এলে তিনি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে অস্বীকার করেন। আশ্রয় নেন একটি মিথ্যের। শুরু হয় তার মিথ্যে বলা। ততোক্ষণে মেহেদী খবর পায়। শুরু হয় আরেক নাটকীয়তা। রিচি পত্রিকায় দু'একজন কাছের মানুষকে ডেকে বাড়িতে আলোচনা করেন। এনগেজমেন্টের কথাটি অস্বীকার করে বলেন, মেহেদীর সঙ্গে পারিবারিকভাবে আমার বিয়ের কথা চলছে। তবে বিয়ে আগামী ২/১ বছরের আগে নয়। সেই মোতাবেক মিথ্যে নিউজও হয় পত্রিকায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে পত্রিকায় নিউজ ছাপা হওয়ার পর রিচি সেইসব কাছের মানুষের কাছে তার এনগেজমেন্টের কথাটি স্বীকার করেন।

স্বীকার যেহেতু করলেন, তাহলে পত্রিকায় ছাপাতে বারণ করলেন কেন? রিচি কি তার কেরিয়ার নিয়ে চিন্তিত। হয়তো ভাবছেন এনগেজমেন্টের খবরটি দর্শক জেনে ফেললে ধস নামা কেরিয়ার আর চাঙা হবে না। রিচির এহেন আচরণ মিডিয়ার সকলে এনজয় করছেন। বিভিন্ন শুটিং স্পটে গেলে দেখা যায়, শিল্পীদের প্রধান আলোচ্য বিষয় রিচিকে ঘিরেই। যাদের কাছেই রিচি এনগেজমেন্টের কথা স্বীকার করেছেন তারা ছড়িয়ে দিচ্ছেন অন্য দশজনের কাছে। যেহেতু ঘটনাটি সত্য এবং পত্রিকায় রিচির মিথ্যের ঝুলি ঝেড়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন এনগেজমেন্ট হয়নি। তাই অনেকের কাছে রিচি হয়েছেন হাস্যকর পাত্রী।

এদিকে মেহেদী যখন দেখলেন তাদের এনগেজমেন্টের খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তিনি আমেরিকা থেকে ফোন করে দু'একটি ম্যাগাজিন ছদ্ম নামে স্বীকার করছেন ব্যাপারটি। এমনকি মেহেদীর ছবিও ছাপা হয়েছে একটি ম্যাগাজিনে।

কয়েকজন নির্মাতা জানান, তার মানে এটাই কি রিচির স্বভাব? সম্পর্ক গড়েন অথচ তা প্রকাশ হয়ে গেলে শেষ মুহূর্তে অস্বীকার করেন? নাকি তিনি তার কেরিয়ার নিয়ে চিন্তিত? ভাবছেন, বিয়ের ব্যাপারটা দর্শকরা জেনে ফেললে কেরিয়ারে ধস নামবে? ঢাকাই ছবির নায়িকাদের ক্ষেত্রে এই টেনশন আছে। ওখানে একটা ধারণা আছে, নায়িকাদের হুট করে বিয়ে হয়ে গেলে ভক্ত দর্শকরা আহত হয়। তখন তার মার্কেট পড়ে যায়। তবে যাই হোক রিচি বিবাহিত না অবিবাহিত এ নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে যা রিচির জন্য মঙ্গলজনক নয়।'

যে কারণে রিচির কেরিয়ারের ধস নামা শুরু হয়েছে। রিচি ও মেহেদীর সম্পর্ক নিয়ে সবাই যখন আলোচনার টেবিল উত্তপ্ত করছেন, তখন রিচি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলছেন সুদূর আমেরিকায়। একটি ইন্টারভিউয়ের উসিলায় মেহেদীর সঙ্গে রিচির আলাপচারিতা। সেই আলাপের দৈর্ঘ্য এক সময় সারা রাতে পৌঁছায় এবং রিচি প্রেমে পড়েন আমেরিকার বার্কলে ইউনিভার্সিটিতে পড়া কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মেহেদী মাসুদ অনিকের। মাত্র ৪/৫ মাসের প্রেমে তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ের। কথা হয় পারিবারিকভাবে। এরমধ্যেই জুনের ২৪ তারিখে রিচি আমেরিকা যান। দেখা করেন মেহেদীর সঙ্গে। সেখান থেকেই একদিন রিচি কথা বলেন মিলার সঙ্গে। জানান, মেহেদী তার দূর সম্পর্কের ভাই। যে কারণে ওদের বাসায় বেড়াতে এসেছেন। রিচি এবং মেহেদীকে আমেরিকার প্রসিদ্ধ দু'এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছে কয়েকজন বাংলাদেশীও। যারা মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত। পারিবারিকভাবে এগিয়ে যাওয়া বিয়ের কথাবার্তা তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। ২ জুলাই নিজেরাই এনগেজমেন্টের কাজটি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে রিচি আমেরিকায় রয়েছেন। ২৭ আগস্ট সেখানে যান। জানা যায়, তিনি ফোবানা সম্মেলনে অংশ নিতে সেখানে গেছেন।

রিচি

সি নে মা রি ভি উ

দুই ভাইয়ের যুদ্ধ

ছবি দেখতে ঢুকছি নাইট শো-তে। স্বভাবতই দর্শক সংখ্যা অত্যন্ত কম। তবে যে ক'জন দর্শকই হলে ঢুকছে, অনেকের সঙ্গেই 'অতিথি' রয়েছে। এই অতিথিদের আনাগোনা হলের সামনে সবসময়ই থাকে। তবে নাইট শো-তে তাদের চাহিদা থাকে সবচেয়ে বেশি। ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক ও মুখে সস্তা প্রসাধনী, এসব অতিথিদের পেরিয়ে হলে ঢুকলাম 'দুই ভাইয়ের যুদ্ধ' দেখার জন্য।

ঘটনা সংক্ষেপ : রাজা সাহেব (উজ্জল) এলাকার কমিশনার। সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সম্রাট (আমিন খান), উজ্জলের কথামতো সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আমিন খানের সঙ্গে প্রেম হয় নীরার (পপি), অন্যদিকে পপির ভাই রাজন (ফাহিম) প্রেম করে উজ্জলের বোন আশার (রুবি) সঙ্গে। এলাকার সংসদ সদস্য হাশেম খান (আহমেদ শরীফ) এক গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণ করলে উজ্জলের নির্দেশে আমিন খান তার এক হাত কেটে ফেলে। ঘটনাচক্রে রুবি মারা গেলে উজ্জল এ জন্য ফাহিমকে দায়ী করে। ফাহিমের পুরো পরিবারকে ধ্বংস করে উজ্জ্বল এর প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু আমিন খান এতে বাধা দেয়। দ্বন্দ্ব বেধে যায় উজ্জল ও আমিন খানের মধ্যে। এ সুযোগে দু'জনকেই শেষ করে দিতে চায় আহমেদ শরীফ। ছবির শেষ পর্যায়ে জানা যায় সব সত্য। দু'ভাই মিলে ধ্বংস করে আহমেদ শরীফকে। উজ্জল ও আমিন খানের পুনর্মিলনের মাধ্যমে শেষ হয় ছবি।

রাজনীতিবিদ : নায়ক উজ্জল এলাকার নির্বাচিত ওয়ার্ড কমিশনার। আর আহমেদ শরীফ সেই এলাকার সংসদ সদস্য। দু'জনই অঢেল বিত্তের মালিক। কিভাবে তারা এতো সম্পদশালী হলো, তা একবারও ছবিতে দেখানো হয়নি। ভাবখানা এমন যে, রাজনীতিবিদদের তো ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থাকবেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি যে বাস্তবসম্মত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আহমেদ শরীফ মন্দলোক, সে কারণে প্রচুর ক্যাডার পোষে সে। ক্যাডার পোষে উজ্জলও। আহমেদ শরীফের ক্যাডারদের প্রতিরোধ করার জন্য। এ থেকেই বোঝা যায়, রাজনীতিতে ভালো করতে হলে গুণ্ডা-পাণ্ডা পুষতেই হবে। তা না হলে ওয়ার্ড কমিশনার, সংসদ সদস্য হওয়া যাবে না।

নতুন মুখ : ফাহিম-রুবি জুটি 'দুই ভাইয়ের যুদ্ধ' ছবির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পর্দায় হাজির হয়েছেন। নায়িকা রুবি মোটামুটি উতরে গেলেও ফাহিম ছিলেন জঘণ্য। অভিনয় সম্পর্কে তার ন্যূনতম কোনো ধারণা নেই। 'ওরে ঘুষি মারে মুখে, শালায় বুক ধরে ক্যান?' বিরক্ত হয়ে এক দর্শক এরকম মন্তব্য করলেন। নান্না চরিত্রের ভিলেন মাফিয়া সে হিসেবে একেবারে নতুন না। এর আগেও দু'তিনটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। আগের ছবিগুলোর মতো এ ছবিতেও তার উপস্থিতি ছিল উজ্জ্বল। মাফিয়া সম্পর্কে পাশের দর্শকের মন্তব্য 'ঠিকমতো এ লাইনে লাইগ্যা থাকলে ও ভবিষ্যতে ডিপজল হইতে পারবো।'

শেষ দৃশ্য : ছবির শেষ দৃশ্যটি ছিল পুরোপুরি অবাস্তব। ভিলেন আহমেদ শরীফ মাত্র দুইজন গুণ্ডা নিয়ে পপিকে অপহরণ করে নিয়ে আসবে। বাংলা ছবির প্রেক্ষাপটে এটা মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। আহমেদ শরীফ তার দুই চেলাসহ পপিকে নিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে, আর পেছন থেকে ঘোড়ায় চড়ে উজ্জল তাদের ধাওয়া করছে– পুরো দৃশ্যটাই হাস্যকর। শেষ দৃশ্যটির জন্য পরিচালকের স্পট নির্বাচন আরো হাস্যকর। পুরো দৃশ্যটাই ধারণ করা হয় বালুময় এক স্পটে। পরিচালক হয়তো মরুভূমির একটি আবহ দিতে চেয়েছিলেন। 'কিন্তু এই ঢাকা শহরে ঐ শালা মরুভূমি পাইলো কই'– পাশের দর্শক যখন এ রকম মন্তব্য করেন, তখন পরিচালকের মোটা মাথা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

'ভাই, কিছুই বুঝলাম না। কোত্থেকে ছবি শুরু হইলো, কই যাইয়া শেষ হইলো, তা মাবুদ জানে। আমি খালি বুঝলাম একটা কথা– পুরা ট্যাকাই জলে গেলো'। ছবি শেষে ক্ষুব্ধ এক দর্শকের প্রতিক্রিয়া ছিল এমনই। আসলেই ছবির কাহিনীর আগাগোড়া কিছু বোঝা যায়নি। দোষটা কাহিনীকার, পরিচালকের, না সিনেমা হল কর্তৃপক্ষের তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। প্রায় আড়াই ঘণ্টার ছবি হল কর্তৃপক্ষ দেখালো ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট। 'কাইটা-কুইটা কিছুই রাখে নাই। দেখলেন না নাসরিনের নাম দেহাইলো, বাইরে পোস্টারে ওর ছবিও দেখলাম, কিন্তু পর্দায় নাসরিন নাই। এমন করলে কেমন হইবো? এতো কষ্ট কইরা ট্যাকা কামাই। সেইটা এভাবে নষ্ট করতে কি মন চায়?' রিকশাচালক আমির আলীর এই অনুভূতির প্রতি হল মালিকরা কতোটুকু সহানুভূতিশীল?

বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

২৮ আগস্ট বিকাল পাঁচটায় বিশ্বাসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো নৃত্যধারার প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। নৃত্যধারার এই আয়োজনের মধ্যে অন্যতম আকর্ষন ছিলো সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশু-কিশোর আর প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হয় সমবেত মঙ্গলিক নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' গানের সঙ্গে নৃত্য অংশ নেয় একদল শিশু কিশোর। পরবর্তীতে সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং বিগত এক বছরের তাদের কার্যক্রমের সংপ্তি বিবরণ দেন নৃত্যধারার আহ্বায়ক মিনু হক। তার বক্তব্যে তিনি বলেন, 'নৃত্য এখন আর নিছক বিনোদনের মাধ্যম নয়। সমাজের অসঙ্গতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তির প্রতিবাদও। নৃত্যধারা নবীন প্রজন্মকে নিয়ে এই মাধ্যমের সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলতে চায়।' অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশু নিপা 'মোর ঘুম ঘোরে এলে' গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের চমকৃত করে। এছাড়াও নৃত্য পরিবেমন করেন শিশু শিল্পী ঐশ্বর্য, রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন প্রতিবন্ধী শিশু জিশান। নৃত্য পরিবেশন করেন ময়না, নওরীন, সাবিহাসহ অনেকেই। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্যকার সেলিম আল দীন্, নৃত্যশিল্পী জুবায়েদা লতিফ, আনিসুল ইসলাম হীরু, প্রমুখ।

রুহুল তাপস
নোমান মোহাম্মদ